ঈশ্বর তুমি কেন

- কামরুন নাহার

alorkona@yahoo.com

গণতন্ত্রের মলম-বিক্রেতা সিআইয়ের পুণ্যভুমির
ধনি সুন্দরী অধিবাসীরা মুখে রং মেখে
নব্য কলোনি আফগানিস্তানের সৌখিন অলঙ্কার পরে,
ইরাকি যুদ্ধে লুণ্ঠিত তেলে মার্সিডিজে চড়ে
আমাকে এড়িয়ে পাশ কেটে যাবার সময়,
সিটকিয়েছে সুউচ্চ নাক পুঁজিবাদী ঘৃণায়,
আমি তখন ছেঁড়া কাপড়ে, নোংরা শরীরে
চৈত্রের রোদে কার্ল মার্ক্সের আদর্শে পুড়ে
শ্রমিকের কয়রা-পড়া হাতে ভেঙ্গেছি ইট,
সুইপার হয়ে তুলেছি লেট্রিনের ময়লা,
করেছি নীচ ঝিগিরি লুকানো আক্রোশে
বাবুদের গনগনে উনুনের পাশে।

ঈশ্বর তুমি তখন বড়লোকদের নিরাপত্তা সভায়
নিঃস্বদের নিরাপত্তা নিয়ে তুললে প্রপঞ্চময় আলোচনা,
তুমি কেন তোমাদের এই পঞ্চভূতের চাটুকারি সভায়
কোনো ছোটোলোককে রাখোনি ।

আমি যখন হিংস্র ক্ষুধার নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী তাড়নায়
ছটফট করতে করতে প্রচণ্ড,অসহ্য যন্ত্রণায়
ডাস্টবিনে একদল কাক, কুকুর ও বিড়ালের সাথে
এক সাথে নোংরা ঘেঁটে খুঁজে ফিরেছি বাসিপচা উচ্ছিষ্ট,
এক মুঠো ক্ষুধার অন্নের জন্য
স্বীয় প্রিয় অমূল্য শরীর বিশ্ববাজারে করেছি পণ্য।

অলসভঙ্গিতে অত্যাধুনিক কম্পিউটারে,
পৃথিবীর ডেইলি নিউজ পড়তে পড়তে,
নিউজিল্যান্ডের ঘন দুধে কফি খেতে খেতে,
প্যারিসের সুগন্ধি মেখে, নিদ্রোত্থিত হাই তুলে,
দয়ালু ঈশ্বর তুমি কার কাছে শিখছিলে,
চাইনিজ না ফ্রেঞ্চ রান্নার কঠিন রেসিপি।
তুমি কেন তোমার বিশ্বব্যাংকের বিশাল ডাইনিং টেবিলে
অভাজন অতিথি আমাকে কখনো নিঃশর্ত নিমন্ত্রণ কর নি।

তোমার ভাড়াটে বিদেশি শিকারীদের তাড়া খেয়ে
বিবস্ত্র আমি যখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে
ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে মুখ তুলে,
অযথা তোমাকে ডেকে ডেকে মুখে ফেনা তুলে,
নিঃশেষিত শক্তি, অসহায় হরিণীর মতো,
পড়েছি ধরা হিংস্র ক্ষুধার্ত বাঘের থাবায়,
আমার ছিন্নভিন্ন দেহের উচ্ছিষ্ট মাংস
পড়ে থেকেছে বাংলাদেশের পথের ধূলায়।

ঈশ্বর তুমি তখন আটলান্টিকের ওপারে
নরম ম্যাট্রেস ফোমে ডুবিয়ে নধর শরীর
নিশ্চিন্তে নিদ্রাবিভোর,
তুমি কেন মানবিক বোধে জেগে ওঠনি।

কবিতার ব্যাখ্যাঃ এখানে **‘আমি’** বলতে একই সাথে ‘যে কোনো মেয়ে’ এবং নারীরূপী ‘বাংলাদেশ’-কে বোঝানো হয়েছে। **‘ঈশ্বর’** দুই অর্থে একই সাথে ব্যবহৃত -‘সৃষ্টিকর্তা’ এবং ‘আমেরিকা’। এটি একটি রূপক কবিতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখা।

শব্দের ও বাক্যের ব্যাখ্যাঃ

সিআইএ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা।

সিআইয়ের পুণ্যভুমি : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ।

নিরাপত্তা সভা : জাতিসংঘের নিরাপত্তা সভা।

নিঃস্বদের নিরাপত্তা : দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা।

পঞ্চভূত : পৃথিবীর পাঁচ বৃহৎ রাষ্ট্র, যারা নিরাপত্তা সভার স্থায়ী সদস্য।

'কোনো ছোটোলোককে রাখোনি' : নিরাপত্তা সভার স্থায়ী সদস্য পৃথিবীর পাঁচ বৃহৎ রাষ্ট্র। অন্য কোনো দরিদ্র রাষ্ট্র এই সভার স্থায়ী সদস্য হতে পারে না। এই অন্যায়ের প্রতি এখানে প্রতিবাদ করা হয়েছে।

'স্বীয় প্রিয় অমূল্য শরীর বিশ্ববাজারে করেছি পণ্য' : দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশ সাহায্যের জন্যে সবসময় বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের উপর নির্ভর করে। এই সাহায্য দেবার বিনিময়ে তারা আর সব দরিদ্র দেশের মতো বাংলাদেশকেও শোষণ করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। এছাড়া এদেশের বাজার দখল করে রাখে বিদেশি পণ্য। এভাবে দেশ তার নিজের শরীর অন্যের হাতে তুলে দেয়।

'তুমি কেন তোমার বিশ্বব্যাংকের বিশাল ডাইনিং টেবিলে/ অভাজন অতিথি আমাকে কখনো নিঃশর্ত নিমন্ত্রণ কর নি' : জাতিসংঘের বিশ্বব্যাংক দরিদ্র দেশগুলোকে যে সাহায্য দেয়, তা কখনো নিঃশর্ত থাকে না। ফলে এই দান অর্থহীন হয়ে পড়ে।

‘তোমার ভাড়াটে বিদেশি শিকারীদের তাড়া খেয়ে’ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বৃহৎ অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ। এই অস্ত্র বিক্রির জন্যে দেশটি পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিবেশি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখে। এই কাজ গোপনে করে সিআইএ । সিআইএ ভাড়া করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রদের। এরকম চক্রসমূহ বাংলাদেশেও আছে বলে অনুমান করছে কবি। এই কবিতায় এদেরকেই ‘ভাড়াটে বিদেশি শিকারী’ বলা হয়েছে।

---

* **কামরুন নাহার** বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)- এ ‘রাজনৈতিক সহিংসতা’ বিষয়ে গবেষণায় রত ।